



98153 - যাদুবৃত্তি, কবরীজি ও জ্যোতিষীপনার চ্যানলেগুলোর ব্যাপারে ববিত্তি

প্রশ্ন

ইদানহি এমন কিছু চ্যানলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যগুলো দাবী করে যে, তারা জাদুটোনো থেকে চকিত্তিসা করে— আক্রান্ত ব্যক্তির মায়রে নাম ও তার তথ্যাদি জানার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে জ্যোতিষীপনা ও রাশচিক্ররে মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ জানার দাবী করে। এই চ্যানলেগুলো দখোর হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

“আলহামদু ললিলাহ। আল্লাহর রাসূলরে প্রত, তাঁর পরবার-পরজিন ও তাঁর সাহাবীবর্গরে প্রত এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণকারী সবার প্রত আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। পর সমাচার:

এই চ্যানলেগুলো যে জাদুবদিয়া, কবরীজবিদিয়া ও জ্যোতিষীবিদিয়ার প্রচার করছে এগুলো জঘন্যতম গুনাহ, পৃথিবীতে বশিষ্টা সৃষ্টি করা ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত। এসব বদিয়া মথিয়া, ভলেকবিজি, নক্শত্র ও রাশদিখে ভবিষ্যতরে জ্ঞানের দাবীর উপর (যমেনটি তারা বলে থাকে) নর্ভরশীল; কথিবা তাদের জ্বনি বন্ধুদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যরে উপর নর্ভরশীল। এমনও হতে পারে যে, এসব শয়তানী বদিয়ায় তাদের কোন অভিজ্ঞতা নহে। কনিত্তু সম্পদ উপার্জনরে জন্য তারা মথিয়া ও ভুয়া এগুলো দাবী করে থাকে। আর এসব জ্ঞান তারা অশক্তি, অসচেতন এবং দুর্বল ব্যক্তিত্বরে মানুষ ছাড়া অন্যদের মধ্যে প্রচার করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যাদু, যাদুকর ও জ্যোতিষীদের নর্দা করছেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাদুকর যখনহে আসুক সফল হয় না” [সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৯] তিনি আরও বলেন: “তা সত্ববে তারা ফরিশিতাবয়রে কাছ থেকে এমন যাদু শখিতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচ্ছদে ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শখিতো যা তাদের ক্ষতি করতে, কোনো উপকারে আসত না। আর তারা নশ্চিতি জানে যে, যে কটে তা খরদি করে, তার জন্য আখরোতে কোনো অংশ নহে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০২] তিনি আরও বলেন: “তখন মূসা বললেন: ‘তোমরা যা এনছে তা জাদু, নশ্চয় আল্লাহ সগেলোককে অসার করে দবেনে। নশ্চয় আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেনে না।’” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১] এবং সহহি মুসলমি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে তাকে কিছু জিজ্ঞেসে করল তার চল্লিশ দিনরে নামায় কবুল হবে না।” এবং সুনান গ্রন্থসমূহে সংকলতি হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা গণকরে কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেসে করল এবং সে যা বলে তাতে বশ্বাস করল সে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর যা



নাযলি হয়ছে সটোক অস্বীকার করল।”

চাই এই জজ্জিঞাসাকারী সশরীরে তাদরে কাছ যাক, কথিবা টলেফিনেরে মাধ্যমে তাদরেকে কল করুক; হুকুম অভনি।

উপরোকত আলোচনার পরপিরকেষতি এ ধরণে অনুষ্ঠানগুলো দেখা থেকে সাবধান হওয়া আবশ্যকীয়। কবেল বনিদোনরে জন্যও এ ধরণে অনুষ্ঠান দেখা হারাম। আর এ ধরণে অনুষ্ঠান পরচালনকারীদেরকে প্রশ্ন করার জন্য কল করার ক্ষেত্রে পূর্বকোক্ত শাস্তরি হুমকি প্রযোজ্য হবে। পরবিাররে কর্তাদরে কর্তব্য পরবিাররে সদস্যদেরকে এ ধরণে অনুষ্ঠান দেখতে না দয়ো কথিবা এ সকল যাদুকের ও কবরিাজদের কল দতি না দয়ো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তোমরা প্রত্যেকে দায়তিবশীল। প্রত্যেকে তার দায়তি সম্পর্কে জজ্জিঞেসে করা হবে।” তিনি আরও বলনে: “তোমাদের কউে কোন গরহতি কছি দেখলে সে যনে তা হাত দিয়ে প্রতহিত করে, হাত দিয়ে না পারলে মুখ দিয়ে করে...”।

মুসলমানদের কর্তব্য একে অপরকে উপদেশে দয়ো ও সাবধান করা এবং এ সকল চ্যানলেরে সাথে যোগাযোগ করা থেকে সতর্ক করা; যে চ্যানলেগুলোর টারগটে অর্থ ছাড়া আর কছি নয়; এমনকি সটো হারাম উপায়ে হলও। বরং তাদরে অধিকাংশরে উদ্দেশ্য হছে অশান্তি ও বশিঙখলা ছড়ানো। আমরা বলব: **حسبنا الله ونعم الوكيل** (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভভাবক)।

সাক্ষরকারীগণ:

ফাদলিতুস শাইখ আব্দুর রহমান বনি নাসরে আল-বাররাক।

ফাদলিতুস শাইখ আব্দুল্লাহ বনি আব্দুর রহমান আল-জবিরীন।

ফাদলিতুস শাইখ আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ আল-রাজহী।